Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 114-121

ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদ

স্বপন কুমার বিশ্বাস

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালে কলকাতার নিকটস্থ নেহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে এক ধনী, শিক্ষিত এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংরেজ সরকারের অধীনে ডেপুটি কালেক্টর চাকুরী করতেন। কাঁঠালপাড়াতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ১৮৪৯ সালে তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন। এই সময় কাঁঠালপাড়ায় শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের কাছে বঙ্কিম সংস্কৃতসাহিত্য ও ব্যাকরণ অধ্যায়ন করেন। পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামনির কাছে এই সময় তিনি মহাভারত শ্রবণ করতেন। পণ্ডিত হলধরই তাঁকে শিক্ষা দেন-“ শ্রী কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র”। এই শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনে রচিত নানা রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল। ইংরেজী এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় তিনি অত্যন্ত সুদক্ষ ছিলেন যে কারনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তুলনা করতে পেরেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম দুই স্নাতকদের একজন ছিলেন এবং অন্যজন ছিলেন যদুনাথ বসু। কুড়ি বছর বয়সে ব্রিটিশ সরকারের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হয়েছিলেন। ১৮৯১ সালে ‘রায় বাহাদুর’ খেতাব এবং ১৮৯৪ সালে ‘কম্প্যানিয়ন অফ দ্য মোস্ট এমিণেন্ট অর্ডার অফ দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার’ খেতাব পান ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। বর্তমান যুগের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা পৃথিবীর সর্বত্র। জাতীয়তাবাদের অর্থ হল নিজের দেশের প্রতি অনুরাগ, দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে ও সাফল্য অর্জনে গৌরববোধ এবং দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে একাত্মতা। জাতীয়তাবাদ আসলে এক ভাবাবেগ এবং বিভিন্ন দেশে তার প্রকাশ বিভিন্ন রকমের। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয়তাবাদ বিকাশ লাভ করে এবং বাংলা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ তৎপর ছিলেন। তাঁকেই বাঙ্গালী তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলা হয়। প্রাচীন ভারতের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ও অনেক্য প্রকট হয়ে পড়ে। দেশবাসীর মধ্যে এই অনৈক্য ও সংহতির অভাব ভারতকে দুর্বল করে দেয়। ভারতে ও ভারতীয়-

---

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

দের মধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার তাগিদ এবং স্বাধীনতা ও জাতীয়তার চেতনার উদ্ভব হয়েছে এদেশে ইংরেজদের আগমনের পর। জাতীয়তাবাদী চেতনার অস্তিত্বও এদেশে ছিল না। ইউরোপের জাতীয়তাবাদের উৎস হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র রেনেসাঁসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই কারণে তিনি ভারতেও রেনেসাঁস প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত অনুযায়ী ভারতের মানুষ স্বাধীনতার বাণী এবং জাতীয়তাবাদের চেতনা লাভ করেছে ইংরেজদের কাছ থেকে। ‘বিবিধ’ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি জাতীয়তাবাদের প্রত্যয়কে দেশের সর্ব সাধারনের মনে সঞ্চারিত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

রাষ্ট্র চিন্তার মূল জিজ্ঞাসা যদি হয় সমাজ ও জীবন, দেশ গঠন বা জাতিগঠনের প্রশ্ন তবে বঙ্কিম চন্দ্র অবশ্যই ভারতীয় রাষ্ট্র চিন্তার অন্যতম প্রধান রূপকার। এক আত্মসচেতন– আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতি সৃষ্টির জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন তিনি। ইউরোপে ঐ সময়ে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক অন্দলনের এক জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। ব্রিটেনে সংস্কার আন্দোলন ও ফ্রান্সে সামাজিক – গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের ধারা প্রবহমান। হিতবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সমাজবাদ ও বিপ্লববাদের ধারণা রাজনীতির মঞ্চে একে একে প্রবেশ লাভ করেছে। যে কোনও জাতি একটি নতুন আত্ম রূপান্তরিত হয় তার জন্য একটু উপযুক্ত এবং সন্তোষজনক অভিব্যক্তির মাধ্যম প্রয়োজন, যা তার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিকে স্থায়ী আকার দেয়। প্রতিটি নতুন আবেগ ও বিজয়ের ভাবে চেতনাকে বহন করে।

সাধারণত মনেকরা হয় ভারতে জাতীয়তাবাদ ইংরেজ শাসনের ফলশ্রুতি। সমস্ত ভারতে এক শাসন, এক আইন, এক অর্থনীতি ব্যবস্থা স্থাপন করে। তারা ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন করে, ইংরেজ শাসন ভারতকে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে পূর্বে তা কখনও ঘটেনি। পূর্বে আসমুদ্র হিমাচলে হিন্দুদের মধ্যে যে ধমীয় একাত্মবোধ গড়ে উঠেছিল তার সাথে রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি গড়ে উঠে ভারতব্যাপী বিদেশী শাসনের কাঠামোকে কেন্দ্র করে। এই কাঠামোগত ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে নানারকমের রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপিত হতে থাকে এবং ভারতবর্ষের এই বাংলাদেশে শুরু হয় এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। ১৮৩৭ সালে স্থাপিত হয় Landholders Society, ১৮৪৩ সালে গঠিত হল Bengal British India Society, ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় British India Association, ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় Indian League এবং

পরের বৎসরেই গড়ে উঠল Indian Association. শেষ পর্যন্ত ১৮৮৫ সালে মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের শিক্ষা এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কয়টি শুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল , প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনা তাদের অন্যতম। আমাদের জীর্ন এবং ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সম্মুখে যখন ইউরোপীয় জীবনের প্রানবন্ত আদর্শ এসে পড়ল। স্বভাবতই তখন চেষ্টা হয়েছিল আমাদের জীবনের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য। ভারতের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, তত্ত্ববোধিনী সভা ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্রের কার্যকলাপ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ কবি সাহিতিকদের রচনা, সামাজিক ,ধর্মীয় আন্দোলন , জাতীয় রঙ্গমঞ্চের নিত্য নতুন চমক দেশে প্রবল জাগরণের সৃষ্টি করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার এক অন্যতম অংশ। মানব মুক্তির অনন্য পথ হিসাবে তিনি স্বাধীনতার ধারণার মাধ্যমে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেন, ভারতবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কম থাকা, এবং সংস্কৃত–সাহিত্যে সম্পর্কে আলোচনা না থাকা, কিংবা ভারতীয়দের সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে নীরব থাকাই পরাধীনতার অন্যতম কারন। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ব অনুভব করে তাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা ভীষণ জরুরি বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন। তবে তিনি এও জানতেন যে, “হিন্দুরা সাধারণত স্বাধীনতা লাভে অভিলাষী বা যত্নবান নহে”। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনশীলতার দিকটিও সংক্ষেপে আলোচনা করা দারকার। একটি ইংরেজী উপন্যাস দিয়ে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে । এই ইংরেজী উপন্যাসটির নাম হল ‘ Rajmohan’s Wife’। ১৮৬০-৬১ সালে এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় কিশোরী চাঁদ মিত্র সম্পাদিত ‘Indian Field’ পত্রিকায় । ১৮৬৫ সালে , বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বাংলা উপন্যাস ‘দুর্গেশনন্দিনী’ রচনা করেন। রাজনীতিক ও সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে বঙ্কিম চন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মাধ্যমে। রাজনীতিক আশ্রিত উপন্যাস প্রধানত তিনটি। এই তিনটি উপন্যাস হল আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী এবং সীতারাম। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমের রাজনীতিক মানসিকতার ক্রম বিবর্তন এবং রাজনীতিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রাজনীতিক মানসিকতার এই ক্রমবিবর্তনের পরিণতি কৃষ্ণচরিত ও ধর্মতত্ত্ব শীর্ষক রচনা দুটিতে পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য কর্মগুলি এখনও বিশ্ব সাহিত্যে রত্ন হিসাবে সম্মানিত কিন্তু অবিভক্ত ভারতে প্রথম বারের মতো ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রবর্তনে তিনি একটি বড় ভূমিকা পালন করেছেন।

বঙ্কিম উপলব্ধি করেন যে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষের আত্মজাগরণ সবার আগে প্রয়োজন, তাই তিনি তাঁর লেখনী প্রতিভাকে হাতিয়ার করেন দেশের মানুষের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য। ১৮৬৪ সালের কিছু পূর্বে জাতীয়তাবাদী ধারণার অঙ্কুরোদগম বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছিল তাঁর বেশ কিছু কারন ছিল। বেশ কিছু ঘটানকে কেন্দ্র করে –অধ্যাপক তথা ইতিহাসবিদ নিখিল সুর তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে,- “পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারে ‘মিসলেনিয়াস রেকর্ডস’সিরিজে বঙ্কিমচন্দ্রের Service Record দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, তাঁর উপরওয়ালারা তাঁর কাজ কর্মে সর্বদা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ছাত্রজীবনে বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়, তার প্রভাব বঙ্কিম মানসে পড়েছিল। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়- এর ‘পদ্মিনী উপ্যাখ্যানের’ স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়? পরবর্তী কালে ঘটে যাওয়া উপরিউক্ত ঘটনা যেমন তাঁকে বাংলা ভাষায় আকৃষ্ট করেছিল পাশাপাশি দেশপ্রেমের সুপ্ত বাসনাও ধীরে ধীরে তাঁর অবচেতনে গড়ে উঠেছিল। তাই দেশপ্রেম তাঁর সামনে সত্য রূপে ধরা দেয় ১৮৬৪-৭৪ সালের মধ্যে। সুতারাং অনুমান করতে অসুবিধে নেই যে, তীব্র আত্মসম্মান বোধ থেকেই বন্দেমাতরমের সৃষ্টি। জাতি বৈষম্যের এই অপ্রতিহত বহিঃপ্রকাশ উনিশ শতকের পরাধীন ভারতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তৎকালীন বিক্ষুব্ধ সমাজ পরিবেশ, যখন বিদেশী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঘনিয়ে উঠেছে, যখন পরাধীনতার চেতনা জেগে উঠতে শুরু করেছে, সেই কালবৈশাখীর মত ক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় ব্যক্তি জীবনের এই দুর্ঘটনাকে জাতীয় অপমানের ক্ষত চিহ্ন স্বরূপ গণ্য করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৮৪ তার ফল স্বরূপ রচিত হয় জাতির মহামন্ত্র, স্বাধীনতার মূল মন্ত্র— ‘বন্দেমাতরম’ সঙ্গীত। ভারতের জাতীয়গান বন্দেমাতরমের রচয়িতা বঙ্কিম, ভারতকে দেবীমাতৃ রূপে ব্যক্ত করেছেন স্বাধীনতার অনুপ্রেরণায়, যা তিনি ১৮৮১ সালের আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম বন্দেমাতরম গেয়েছিলেন একটি জনপ্রিয় পদযাত্রায় পরিণত হয়েছিল রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং স্বাধীনতা আন্দলনের জন্য গান। গানটির প্রথম দুটি স্তবক মা ও মাতৃভূমির উল্লেখ করে এবং পরবর্তীতে ভিন্ন কোন দেবতার নাম উল্লেখ করে না,

শ্লোকগুলি দেবীর উল্লেখ করেছে। তাঁর লেখাগুলি একট তাজা বাতাসের মতো এসেছিল যা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার ও ধর্মনিরপেক্ষ করার জন্য প্রচেষ্টা করেছিল এবং ছিল জনগণের হৃদয়ে তাদের মাতৃভূমির জন্য দেশপ্রেমিক অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত করা প্রথম বঙ্কিম একটি ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছিলেন যা ইংরেজদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর সম্পদ এবং মর্যাদা উভয়ে বৃদ্ধি করেছিল। মূলত বঙ্কিম যুক্তিবাদী পথ অবলম্বন করেছিলেন। যিনি দৃঢ়ভাবে বিজ্ঞানে বিশ্বাসী ছিলেন এবং কোঁত, মিল এবং স্পেন্সারের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, কিন্তু তিনি একজন সাধু হওয়ার পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছিল। ব্যক্তিগত অনুভূতির সামগ্রিক বিকাশে বিশ্বাসী যে হিন্দু ধর্মের শুদ্ধিই ভারতীয়দের একমাত্র উত্তর। তিনি মনে করেছিলেন, যেহেতু ভারতীয় জনজীবন ধর্মীয় চেতনার দ্বারা প্রভাবিত সেহেতু প্রাক-আধুনিক যুগে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটেনি তা ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা জাগরিত হতে পারে। কৃষ্ণকে একজন আদর্শ পুরুষ হিসাবে তুলে ধরে ভারতীয় জাতির ঐক্যের কথা বলেছেন। কারণ একজন আদর্শ মহাপুরুষই বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে স্বাধীনতা চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারে। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ ধর্মস্থাপনের জন্য ধর্মযুদ্ধে পাণ্ডবদের দিশা দেখিয়েছিলেন। সেইভাবে একজন প্রকৃত নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনে সক্ষম। ভারতের রাজনেতিক সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিস্তর ফারাক, তাই ভারতীয় জাত্যভিমান গড়ে তুলতে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রয়োগ করা ঠিক হবে না। এই জাত্যভিমান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন স্বদেশ প্রেম বা দেশভক্তি। অরবিন্দ মনে করেছেন, বঙ্কিম চন্দ্র ‘দেশভক্তির ধর্ম’ গড়ে তুলতে অনবদ্য ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি তাঁর ‘ধর্মতত্ত্ব’ গ্রন্থে বলার চেষ্টা করেছেন যে মানব বৃত্তির উৎকর্ষই ধর্ম। তাঁর মতানুযায়ী – “যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম। তিনি ধর্মতত্ত্ব’ গ্রন্থে আরও বলেন, “সমস্ত মনুষ্য জাতি কি খ্রিস্টান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলিম, সকলের পক্ষে কথা ধর্ম, ”তাই সাধারণ অর্থে ধর্ম, নিজস্ব বিশ্বাস, তথা আচরণের বদলে সার্বজনিক সত্য ও নিত্য বস্তুকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতনুযায়ী জাতীয়তাবাদও এই ধর্মের অন্তর্গত, কারণ প্রকৃত স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে এমন এক জীবন চর্চার প্রয়োজন যা লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে।

ইংরেজদের প্রভাবেই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে দেশপ্রেম মানুষের মনে

জেগে উঠেছিল তিনি তার সুস্পষ্ট রুপ দেয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য জগতের নক্ষত্র ও বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা যে তাঁর সাহিত্য রচনার মাধ্যমেই

ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণ ও মুক্তি সংগ্রাম কে আলোকিত করবেন সেটাই কাম্য। তিনি ১৮৭২ সালে এপ্রিল মাসে বঙ্গদর্শন নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন যার প্রথম সংস্করণটি প্রায় সম্পূর্ণ রূপে তাঁর নিজের রচনায় পরিপূর্ণ ছিল। *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত ‘ভারত কলঙ্ক’ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তাঁর প্রগাঢ় দেশ প্রীতির নিদর্শন মেলে। ‘মৃণালিনী’তে সূচনা হয় স্বজাত্যবোধের। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন মৃণালিনীতে তিনি প্রত্যক্ষরূপে গৈরিক উত্তরীয় পরিধান করে মন্দিরে প্রবেশ করেন। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী চেতনার সোনালী ফসল হল ‘আনন্দমঠ। *‘আনন্দমঠ’*-এর মাধ্যমে তিনি যে কেবল দেশপ্রেম জাগ্রত করেছিলেন তাই নয় – এই মহাগ্রন্থের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন এক নতুন দর্শন ও আদর্শবাদ। আনন্দমঠের একমাত্র দেবতা হলেন জননী জন্মভূমি। উপন্যাসের উপক্রমনিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—“অরণ্যানীর নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল” আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?”। তখন উত্তর হইল—

> *“তোমার পণ কি?”*
> *প্রতুত্তরে বলিল “পণ আমার জীবন সর্বস্ব।*
> *প্রতি শব্দ হইল, ‘জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে’।*
> *‘আর কি আছে? আর কি দিব?’*
> *তখন উত্তর হইল, “ভক্তি।*

বঙ্কিম চন্দ্র এই ‘ভক্তি’কে স্বদেশের ভক্তি বলেছেন। আনন্দমঠে ভবানন্দ মহেন্দ্র কে জানাছেন, “আমরা অন্য মা মানি না – জননী জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই,ভাই নাই, বন্ধু নাই- স্ত্রী নাই, পুত্র নাই ,ঘর নাই, বাড়ি নেই, আমাদের আছে সেই সুজলা, সুফলা মলয়জসমীরনশীতলা, শস্য –শ্যামলা –মা” আমরা তাকেই বন্দনা করি। ভারত ইতিহাসে ধর্মীয় বিপ্লবের পরেই সাধিত হয়েছে রাজনৈতিক বিপ্লব। প্রাচীন ভারত থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম ও জাতীয় আন্দোলনের প্রসার সেই একই ইতিহাস। আবার আধুনিক যুগে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পরেই দেখা গেল জাতীয়তার প্রস্রবন আনন্দমঠ এর প্রকাশ, ১৯০২ সালে

স্বামী বিবেকান্দের দেহ ত্যাগের পর জাতীয়তাবাদী সন্ন্যাসী ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় শুরু করলেন। চরমপন্থী রাজনীতির অন্যতম প্রধান প্রবক্তা বঙ্গীয় বিপ্লববাদী আন্দোলনের গুরু শ্রী অরবিন্দের মতে, “বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদী কর্মে ধর্মীয় চেতনার সঞ্চার করেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সকল ধারা ও চেতনার পুর্ণ বিকাশ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়- বহুলাংশে তিনি নিজেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা।

দেশ ও দেশবাসীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগের জন্য সকলকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। জনসাধারণের সামনে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র দেশ মাতৃকার এক কাব্যিক প্রতীক প্রতিপন্ন করেছেন, যার ফলে দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তার নতুন চেতনা ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছে। পরাধীনতার নাগপাশে জর্জ্জরিত হৃতসবর্স্ব ভারতবর্ষের মাতৃ রূপ প্রতিষ্ঠিত করে দেশবাসীকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ন হওয়ার আহ্বান জানান। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি দেশবাসীকে শ্রদ্ধাশীল করে তুলে ধরেন বলেন যে, দেশ প্রেম ও ধর্ম এক এবং অভিন্ন – আপামর দেশবাসী স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হলেই দেশমাতৃকার মুক্তি আসবেই। তিনি ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দার্শনিক প্রেক্ষাপটে পরিপূর্ণ ও সুসংবদ্ধভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্রের রাষ্ট্র নীতিক চিন্তা তথা জাতীয়তাবাদী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় ‘আনন্দমঠ, ‘সীতারাম, ‘দেবী চৌধুরানী,’ ‘মৃণালিনী,’ প্রভৃতি উপন্যাস এবং ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ ‘ভারতের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, ‘ভারত কলঙ্ক’, ‘লোক শিক্ষা,’ ‘বাঙ্গালীর বাহুবল, প্রভৃতি প্রবন্ধে। ‘বন্দেমাতরম ’ দেশের মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনায় অনুপ্রাণিত করে । বন্দেমাতরম’ ধবনি বা স্লোগান ভারতের মানুষকে জাতীয়তার আবেগে আপ্লুত করেছে। সুদীপ্ত কবিরাজ তাঁর ‘The Unhappy Consciousness; Bankimchandra Chattopadhyay and Formation of Nationalist Discourse in India’ (1995) গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী বিশ্লেষণে ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যে দোটানায় তাঁর জাতীয়তাবাদের চিন্তা-চেতনা বিশ্লেষণ করেন তাতে কবিরাজের মনে হয়েছে কমলাকান্ত আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের গোপন ‘আত্ম চরিত’। সুদীপ্ত কবিরাজ আরও বলেন যে, বঙ্কিম শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো ও পশ্চিমি যুক্তিবাদকেই তীব্র আঘাত করেছেন তা নয়, তিনি একই সঙ্গে সেই সকল নব শিক্ষিত বাঙ্গালী তথা বাবু সমাজকেও কশাঘাত করেছেন। যারা পশ্চিমি আধুনিকতার আপেক্ষিকতাকে অন্ধ

অনুকরণ করেছেন। আজ ভারতীয় স্বাধীনতার ৭৫ বছরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেশের সাধারণ মানুষের একাংশের মাঝে জাতীয়তাবাদকে উপেক্ষা করার যে প্রবণতা দেখা দিচ্ছে, বিদেশী শত্রুর উদ্দেশ্য প্রণোদিত অঙ্গুলিহেলনে দেশের আভ্যন্তরণ শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার মুখে পড়ছে সেখানে একমাত্র সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেম মূলকসৃষ্টি ও তাঁর জীবনচরিত দেশের অখণ্ডতা, দেশ প্রেমের সম্যক ধারণাকে নতুন করে সমগ্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরলে আপামর ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করা যাবে এ কথা বলাই বাহুল্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

1. Chatterjee, Bhabatosh, *Bngkim Chandra: Essays in Perspective*, New Delhi: Shahiya Akademi, 1994
2. Chatterjee, Partha, *Nationalist Discourse and The Colonial World: A Derivative Discourse,* Zed Books, London, 1993
3. Mukharjee, Haridas, and Uma Mukharjee, *Sri Aurobindo's Political Thought* (1893-1908), Calcutta, 1968
4. Mukharjee, Meenakshi, *Anandamath: A Political Myth*; Economic and Political Weekly, Volume.17, Number 22, 1982.
5. P.Sil, Narasingha, *BandeMataram: Bankimchandra Chattopadhyay's nationalist thought revisited;* South Asia; Journal of South Asian Studies, 25:1, 2002
6. চক্রবর্তী, দেবাশিস, *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা,* সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭
7. ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া সেন, *উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬
8. চক্রবর্তী, রাধারমণ, *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৯
9.মিত্র, অভিষেক, *ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা,* প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২০